বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন গভর্নর

আসজাদুল কিবরিয়া

সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সরকার অবশেষে ড. সালেহউদ্দিন আহমদকে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দান করেছেন। তিনি সদ্য-বিদায় গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গত ২ মে থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ফলে, এ নিয়ে পরপর তৃতীয়বার পেশাগতভাবে একজন অর্থনীতিবিদকে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান করা হলো।

মূলত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিনকে গভর্নর নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ পদটিতে গুণগত পরিবর্তন আরম্ভ হয়। যদিও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনাতেই ফরাসউদ্দিনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, তারপরও তাঁর হাত দিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে আসলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কী করণীয় সে বিষয়টি সবার সামনে স্পষ্ট করে তোলেন ড. ফখরুদ্দীন। তাঁর নিয়োগে মূলত বিবেচনা পেয়েছিল বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। দীর্ঘদিন বিশ্বব্যাংকে কাজ করেছেন তিনি। বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার প্রথমদিন থেকে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান দাতা সংস্থাদের ওপর এতোটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েন যে তাদের আস্থাভাজন হওয়াটাই তাঁর প্রধান কাজ হয়ে যায়। সে হিসেবে ড. ফখরুদ্দীনের নিয়োগ যুক্তিযুক্তও ছিল।

অবশ্য ড. ফখরুদ্দীনের সময়কালে বাংলাদেশ ব্যাংকে তথা দেশের আর্থিকখাতে যেসব সংস্কার হয়েছে ও পরিবর্তন এসেছে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এসব কাজ করাকে অনেকটাই সহজ করে দিয়েছে। ফরাসউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য ছিল এখানে যে ফরাসউদ্দিন বেশিরভাগ সময়ই নিজেকে 'কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর' মনে না করে 'আওয়ামী লীগের গভর্নর' মনে করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। শেখ হাসিনার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কও ভাল। সব মিলিয়ে তাঁর হাতে সুযোগ থাকলেও তিনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংস্কার কার্যক্রমের দিকে সেভাবে মনোনিবেশ করেননি। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বায়ত্তশাসন দেয়ার প্রশ্নটি ঐ সময়ে একাধিকবার আলোচনায়

বাংলাদেশ ব্যাংকের নবম গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন

এসেছে। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া যেভাবে তা নাকচ করে দিয়েছেন, ফরাসউদ্দিনও একইভাবে এর বিপক্ষে তাঁর অবস্থান ব্যক্ত করেছেন। ফলে, ব্যাংকিংখাতে খেলাপি ঋণ, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অনিয়মসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তদারকি করার চিরাচরিত কাজের ধারা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেনি।

অথচ তত্ত্বগতভাবে তো বটেই, প্রায়োগিকভাবেও বিশ্বের প্রায় বেশিরভাগ দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল কাজ হলো আর্থিক নীতি বা মুদ্রানীতি ব্যবস্থাপনা করা যার মূল সূত্র হলো অর্থের সরবরাহ বাড়ানো-কমানোর মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা। ড. ফখরুদ্দীনের কৃতিত্ব এখানেই যে সাড়ে তিন বছরের কার্যকালে তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন যে বাংলাদেশ ব্যাংক শুধু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর 'পুলিশি' করবে না বা এটাই একমাত্র কাজ নয়। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন করা। তাঁর সময়কালেই বাংলাদেশ সাফল্যের সঙ্গে বাজারভিত্তিক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার প্রবর্তন করে। এর আগে চালু করা হয় ট্রেজার বিলের রেপো ও রিভার্স রেপো ব্যবস্থা। সীমিত আকারে হলেও চালু হয় ট্রেজারি বন্ডের সেকেন্ডারি বাজার। অর্থ বাজারের সঙ্গে পুঁজি বাজারের যোগসূত্র বাড়ানোর জন্য সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি)-এর সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ার কাজটিও প্রথম গতি পায় ফখরুদ্দীনের হাত ধরে। দেশের ঋণের সুদের উচ্চহার কমিয়ে আনতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নিয়মিত তাগাদা দেয়া ও বিভিন্ন পরোক্ষ হস্তক্ষেপ করে সুদের হার কমানোর সাফল্যও ফখরুদ্দীনের। এসবের পাশপাশি ব্যাংকিংখাতে খেলাপী ঋণ কমানো, ৫ বছরের পুরোনো খেলাপি ঋণের জন্য অবলোপন প্রথা চালু করা, খেলাপি ঋণ নীতিমালা কঠোরতর করা, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পরিচালকদের যথেচ্ছা কর্তৃত্ব খর্ব করার মতো পদক্ষেপগুলো তাঁর দৃঢ়তা ও প্রাজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বাড়ানোর উদ্যোগও ফখরুদ্দীনের।

তবে এসব সাফল্য সত্ত্বেও প্রশ্ন রয়ে গেছে তাঁর কার্যক্রম নিয়ে। একটা বিষয় খুব স্পষ্ট যে এসব কার্যক্রমের অনেকগুলো নেয়া হয়েছে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর চাপে। এতে ভাল জিনিস যেমন আছে, তেমনি আছে মন্দ দিক। রাষ্ট্রায়ত্ত চার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সংস্কারের নামে পর্যায়ক্রমে বেসরকারিকরণ উদ্যোগ, লোকসানি অজুহাতে শাখা গোটানো ও ঋণ কার্যক্রম সীমিত করে দেয়া এখনও তেমন কোনো সুফল বয়ে আনেনি। বরং সামনের দিনগুলোতে এর ফল হবে বিপরীত। দেশীয় বিশেষজ্ঞদের উপেক্ষা করে আইএমএফ-এর কথায় সাইফুর যেমন নেচেছেন ও নাচাচ্ছেন, তেমনি নেচেছেন ফখরুদ্দীন। তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বিদায় লগ্নে আইএমএফ-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে সুদের হার বাড়ানোর কথা বলা। সুদের হার কমানোর প্রক্রিয়াটিতে সবাই যখন অভ্যস্ত হয়ে আসছিলাম তখনই অভ্যাসমতো আইএমএফ বললো, এটি বাড়াও। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকও বলল, বাড়াও সুদের হার।

এইরকম একটা পরিস্থিতিতে পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সালেহউদ্দিন দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন নতুন গভর্নরের। তাঁর নিয়োগের মাধ্যমে এবার ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী লবির জোরালো অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হলো বলে কারো কারো ধারণা। তাতে অবশ্য ক্ষতির কিছু নেই। বরং, বিদায় গভর্নর যেখানে শেষ করেছিলেন, নতুনজন সেখান থেকে শুরু করতে পারবেন। কারণ, বাংলাদেশ ব্যাংক তার নতুন কর্মসূচিতে ব্যাপকভিত্তিক ব্যাংকিং সুযোগ বঞ্চিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়ের জনগোষ্ঠীর দিকে নজর দিতে চাইছে। সে বিবেচনায় সালেহউদ্দিনের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট কাজে দেবে বলে আশা করা যায়। তবে দাতা সংস্থা নির্দেশিত সংস্কার কার্যক্রম তিনি কিভাবে এগিয়ে নেবেন এবং কিভাবে সরকার বিশেষত অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সমন্বয় করবেন, তা দেখার বিষয়।